রাশিয়ায় ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, ইতিহাসে ষষ্ঠ শক্তিশালী হিসেবে বিবেচিত

সংগৃহীত ছবি

রাশিয়ার ৮.৭ মাত্রার ভূমিকম্পটি ভূমিকম্পের ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ শক্তিশালী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি ২০১০ সালের চিলি ও ১৯০৬ সালের ইকুয়েডর-কলম্বিয়া ভূমিকম্পের সঙ্গে এক কাতারে স্থান পেয়েছে। ভূমিকম্পটি শুধু মাত্রায়ই নয়, প্রভাবেও ছিল ভয়াবহ এবং স্মরণীয়।

সম্প্রতি রাশিয়ায় সংঘটিত ৮.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পটি ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে ষষ্ঠ সর্বোচ্চ শক্তির ভূমিকম্প হিসেবে স্থান পেয়েছে বলে জানিয়েছেন হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূকম্প ও টেকটনিকস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হেলেন জানিসজেউস্কি।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (USGS) এই ভূমিকম্পের মাত্রা ৮.৮ হিসেবে উল্লেখ করেছে, যা একে দুটি ঐতিহাসিক ভূমিকম্পের পাশে দাঁড় করায়—২০১০ সালের চিলির বায়োবিও প্রদেশ এবং ১৯০৬ সালের ইকুয়েডরের এসমেরালদাস অঞ্চলের ভূমিকম্প।

চিলির ভূমিকম্প সম্পর্কে USGS জানিয়েছে, কিরিহু শহরের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানা ওই দুর্যোগে ৫২৩ জন নিহত হন এবং প্রায় ৩,৭০,০০০ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

অন্যদিকে, ইকুয়েডরের ঐতিহাসিক ভূমিকম্পটি “ইকুয়েডর-কলম্বিয়া ভূমিকম্প” নামে পরিচিত, যা একটি বিশাল সুনামি সৃষ্টি করেছিল। সুনামিটি প্রায় ১,৫০০ জনের প্রাণহানি ঘটায় এবং এর ঢেউ উত্তর আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো পর্যন্ত পৌঁছায়।

আরও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, ইতিহাসের পঞ্চম শক্তিশালী ভূমিকম্পটিও রাশিয়ার কামচাটকা উপদ্বীপেই সংঘটিত হয়েছিল, ১৯৫২ সালে। সেটি ছিল বিশ্বের প্রথম রেকর্ডকৃত ৯.০ মাত্রার ভূমিকম্প, যা ভয়াবহ সুনামি সৃষ্টি করে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে প্রচণ্ড আঘাত হানে এবং প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়।

সূত্র: সিএনএন নিউজ